Vol. 3 | No. 2 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ (Word delimitation & Syllabification in Bengali)

Volume	3
Issue	2
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	December 16, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i2.1
Pages	1-20
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত, ১৩৬৬

Check for updates

বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ

(Word delimitation & Syllabification in Bengali)

মুহম্মদ আবদুল হাই

ভাষার দুটো রূপ। একটা তার লেখ্যরূপ, অন্যটা শ্রুত। লেখ্যরূপ দৃশ্যরূপের নামান্তর। এটিকে eye অথবা hand language বলা যায়। আর শ্রুত রূপটিকে ear language এর পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। মানুষের হৃদয়ানুভূতির আধার কিংবা ব্যবহার জীবনের বাহন হিসেবে ভাষা মানুষের মুখে কথা হয়ে ফুটে উঠ্‌লে দেখা যায় মানুষ বিচ্ছিন্ন ধ্বনি কিংবা শব্দ উচ্চারণ করেনা; উচ্চারণ করে ছোট বড়ো অগণিত বাক্য। এক একটি ছোট শব্দও স্থানবিশেষে জীবন্তহৃদয়ের ছোঁয়া পেয়ে এক একটি বাক্যে পরিণত হতে পারে! বাক্য ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক তার অন্তর্নিহিত যে ধ্বনি সমন্বয়ে তা গড়ে ওঠে মানুষের মুখ দিয়ে তা নির্গত হ'তে গেলেই সেখানে অবিরল ধ্বনিস্রোতের সৃষ্টি হয়। সেগুলোকে হরফের সাহায্যে প্রতিবিম্বিত করতে গেলে এক একটি হরফ পৃথক পৃথক ভাবে দাঁড় করিয়ে তা করা যায় না। কয়েকটি হরফের সাহায্যে এক একটি শব্দের রেখাচিত্র নির্মাণ করা হয় এবং হাতের লেখা কি ছাপার হরফে মুখের ভাষাকে এ ভাবে চিত্রায়িত করতে হলে প্রতিটি ধ্বনিসমন্বিত এক একটি হরফের পরে না হোক অন্তত প্রত্যেকটি শব্দের পরে দুই শব্দের মাঝখানে একটু ফাঁক (inter word space) রাখা হয়। কিন্তু লেখা পড়তে কি বক্তৃতা করতে গিয়ে, কিংবা

কবিতা আবৃত্তি কি ভাবানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ যখন কথা বলতে শুরু করে তখন দুই শব্দের মাঝখানে কোথাও ফাঁক দেখা যায়না। একটা মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না ক'রে কিংবা একটি প্রয়োজন না মিটিয়ে সে থামেনা। সেজন্যে একটি গোটাবাক্য (কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বাক্যাংশও) ভাষার এক একটি ইউনিট হয়ে দাঁড়ায়। সেদিক থেকে বাক্যই ভাষার বৃহত্তম ইউনিট আর একটি অক্ষর (syllable) নিম্নতম ইউনিট। বাংলা ধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে হয় একটি স্বরধ্বনি কিংবা স্বরধ্বনি সমন্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিই এক নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয় দেখে (যেমন অ, ক, কি, যা ইত্যাদি) একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বরধ্বনি কিংবা একটি স্বরসংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিই ভাষার নিম্নতম ইউনিট গঠন করে। ভাষার এ নিম্নতম ইউনিটই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিভাষায় syllable বা অক্ষর হিসেবে পরিগণিত হয়। বাক্য এবং অক্ষরের মাঝখানের ইউনিটই এক একটি শব্দ। কতকগুলো ধ্বনি সমন্বয়ে মনের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারলে তা হয় বাক্য। ধ্বনি প্রবাহে যেখানে মনোভাব পূর্ণতা লাভ করে কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অংশতও মেটানো যায় সেখানেই নিঃশ্বাসের বিরাম বা যতি পড়ে। এ ভাবে সার্থ এবং শ্বাসপর্ব হয় পৃথকভাবে না হয় একত্রে বাক্য কিংবা বাক্যাংশ গড়ে তোলে। এ ধ্বনি প্রবাহ থেকে শব্দ এবং অক্ষরকে কি ভাবে পৃথক করা যায়, সেটিই বড়ো প্রশ্ন।

ভাষার যেমন দৃশ্য ও শ্রুতিগত দুটি রূপ আছে, তেমনি ভাষা দেহের ধ্বনিরও শারীরগত (physiological) ও শ্রুতিগত (acoustic) দুটো দিক দেখা যায়। ধ্বনি নিজে উচ্চারণ করে নিজেও শোনা যায় আবার অপরকেও শোনানো যায়। তা সে যে-ই ধ্বনি উচ্চারণ করুক না কেন ফুসফুস্-তাড়িত বাতাসের সাহায্যেই তাকে তা করতে হয়। মানুষের ফুসফুসই একারণে ধ্বনি উৎপাদনের প্রাথমিক যন্ত্র, তার generator. কিন্তু ফুসফুস্ স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে গেলেই দেখা যায় সেখান থেকে ভু-স্ করে একবারে সব বাতাস বের হ'য়ে যায়না। তারও সীমিত শক্তির জন্যেই হারমোনিয়ামের বেলোর প্রকম্পনজাত বায়ুতাড়িত ছোট ছোট অসংখ্য সুরের ভাঁজের মতো, ফুসফুসের সমমাপের ছোট ছোট শ্বাসক্ষেপনের সঙ্গে নিঃসৃত এক একটি ধ্বনি কিংবা

Syllable
অক্ষর

ধ্বনিগুচ্ছই ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে এক একটি সিলেবল বা অক্ষরহিসেবে পরিগণিত হয়।* এ কারণেই বলা হয় নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে (by a single breath-pulse) যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একেবারে উচ্চারিত হয় তাকেই সিলেবল বা অক্ষর বলা যেতে পারে। যেমন, ও, এ, ই, আ কিংবা বা, যা, কি বাক্, হাত্, ক্লাশ, কি প্রাণ, ম্লান ইত্যাদি।

---

* "Phonetically, speech is always something more than a linear succession of sounds. Since these are mostly produced by air expelled from the lungs, the respiratory apparatus in the thorax necessarily breaks the sequence up into portions The most obvious of these is a breath-group. This is the chain of sounds produced on one breath. Its maximum duration is controlled by the necessity of periodic inhalation. A breath group does not, however, necessarily last as long as the air contained in the lungs might allow.

There are two partially independent mechanisms which control inhalation and exhalation of air. The first of these consists of the diaphragm and the abdominal muscles. These vary the volume of the thoracic cavity by moving its lower wall (the diaphragm) up and down. They seem to move more or less steadily throughout each breath-groups, normally reversing their action between breath-groups for inhalation. This constitutes, therefore, the physiological basis of breath groups.

The second breathing mechanism consists of the intercoastal muscles. These extend between successive pairs of ribs and increase or decrease the volume of the thoracic cavity by moving the side walls (the rib-case). In speech the activity of the intercoastal muscles does not continue steadily through the breath-group, but is subject to more rapid vibration. This correlates in the simplest case with the alternation of vowels requiring relatively large amounts of air with consonants requiring less. Speech is therefore, marked by a series of short pulses produced by this motion of the intercoastal muscles. These pulses are the phonetic **Syllables.** Typically a syllable centres around some vowel or other resonant and begins and ends in some sound with relatively closed articulation.

অক্ষর বা 'syllable' এর সঙ্গে ধ্বনি তথা 'sound' বা 'phone' এর পার্থক্য এই যে ব্যবহারিক দিক থেকে ধ্বনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অবিভাজ্য (indivisible) একটা ছোট্ট ইউনিট মাত্র আর অক্ষর এক কিংবা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত হয় দেখে তা আবারও বিভাজ্য (divisible) হ'তে পারে। ফুস্‌ফুস তাড়িত বাতাসের এক বারের ধাক্কায় এ, ও, ই, উ প্রভৃতি একটি ধ্বনি ওঠা যেমন সম্ভব তেমনি কয়েকটি ধ্বনি মিলে একটি শব্দ (word) (যেমন বাক্, হাত্, চোখ্, নাক্, কান্, ইত্যাদি) কিংবা শব্দের খণ্ডাংশ (যেমন আ/বার্, তো/মার্, বা/বা, প্র/মাণ্ ইত্যাদি) সৃষ্টি হতে পারে। যেখানে এ ভাবে শুধু একটি ধ্বনিই উদ্রিক্ত হয় সেখানে সেটি হয় ধ্বনি তথা sound বা phone (যেমন এ, ও, ক্, ব্, ল্ ইত্যাদি; এভাবে গঠিত একটি স্বরধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে একটি অক্ষরও হ'তে পারে) আর যেখানে কয়েকটি ধ্বনির সমন্বয় সাধিত হয় (যেমন ব্+আ+ক্=বাক্, কি প্+আ=পা, কি হ্+আ+ত্=হাত ইত্যাদি) সেখানে সেটি হয় সিলেবল বা অক্ষর।

Sound ও Syllable

All speech consists of a sequence of such syllables and breath groups, which are phonetically the basic framework of speech and the most clearly detectable segmentation. "—H. A. Gleason: An Introduction to Descriptive Linguistics, New York, 1956, p. 203-4.

cf. also. R. H. Stetson: Motor Phonetics (2nd edition), 1951, p. 200. "Syllable: The smallest, indivisible phonetic unit. Basically the syllable is a puff of air forced upward through the vocal canal by a compression stroke of the intercoastal muscles. It is usually modulated by the action of the vocal folds. It is accompanied by accessory movments (syllable factors) which characterize it. These are the release (by the action of either the chest muscles for the releasing consonant), the vowel shaping movements of the vocal canal, and the arrest (by the action of either chest muscles or the arresting consonant). Four basic syllable types are possible:

1. Chest released, chest arrested; ah, oh.
2. Chest released, consonant arrested; at, up.
3. Consonant released, chest arrested; for too.
4. Consonant released, consonant arrested; top, cook.

ধ্বনির production বা গঠনগত দিক থেকে যেমন নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একবারে উচ্চারিত ধ্বনিই অক্ষর তেমনি শ্রুতির দিক থেকে যে ছোট ছোট ধ্বনিগুচ্ছ শ্রোতার কানে এক একটি তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করে সেগুলোকেই অক্ষর বলা যায়। নদীর খরস্রোত যখন একটানা প্রবাহিত হয়ে যায় তখন তার তরঙ্গমালা চোখে পড়েনা কিন্তু তাতে ছোট বড়ো তরঙ্গমালার সৃষ্টি হলে একটি তরঙ্গের উচ্চতা থেকে পরবর্তী তরঙ্গের উচ্চতা কিংবা একটি তরঙ্গের নিম্নাংশ থেকে পরবর্তী তরঙ্গের নিম্নতা যেমন এ ভাবে

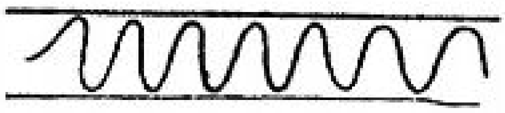

চোখের সামনে সমমাপের ব্যবধানে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, ঠিক তেমনি বাক প্রবাহে নিঃশ্বাস-নিঃসৃত অসংখ্য ধ্বনিতরঙ্গ ছোট ছোট বীচিমালার মতো সম মাপের ব্যবধানে শ্রোতার কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করে। সেই ধ্বনিতরঙ্গ ভঙ্গের ছোট ছোট অভিঘাতই শ্রোতার মনে এ ভাবে এক একটি অক্ষরের আভাস সৃষ্টি করে।

ভাষা লিখিত হলে দুই শব্দের মাঝখানের ফাঁকটুকুই (interword space) প্রতিটি শব্দকে আলাদাভাবে চিনে নিতে আমাদের সাহায্য করে কিন্তু মানুষের মুখের সাধারণ কথাবার্তায় বক্তৃতায় কিংবা লিখিত ভাষা পঠিত হবার কালে যে ধ্বনিস্রোতের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে থেকে একটি শব্দকে কি ভাবে আলাদা করা যায়? অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও (১) ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং (২) বাক্যের মধ্যে শব্দগুলোর সম্পর্কগত তথা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাজিকে পৃথক করার প্রয়াস করা যেতে পারে।

শব্দভাগ
word demarcation

বাংলায় শব্দ শেষ হয়, স্বরধ্বনি না হয় ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে, যেমন করো, করি, না, মা, বাবা, এলো, দাঁড়ালো, কিংবা হাত্, সবাক্, অবাক্ ইত্যাদি। (১) স্বরধ্বনি দিয়ে শব্দ শেষ হ'লে যে ক'টা অক্ষরের সাহায্যে শব্দটি তৈরী হোক না কেন প্রান্তবর্তী অক্ষরটিই কালপরিমাণের দিক থেকে দীর্ঘতা লাভ করে সবচেয়ে বেশী; যেমন 'এলো' শব্দের 'এ'র তুলনায় 'লো' এর 'ও' দীর্ঘতর আর 'দাঁড়ালো' শব্দের শেষ স্বরধ্বনি 'লো' এর 'ও' দীর্ঘতম।

শব্দভাগের
ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া
phonetic basis of word
delimitation

(২) বাংলা শব্দে শেষের ব্যঞ্জনধ্বনিটি শব্দের প্রকৃতি নির্বিশেষে (তদ্ভব, তৎসম, দেশী প্রভৃতি) হলন্ত উচ্চারণ পায়, যেমন হাত্, অবাক্, গ্রাস্, টল্মল্ ইত্যাদি। বাংলা শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনি হলন্ত উচ্চারণ পেলেই যে সেখানে শব্দ শেষ হবে তা নয়, কেননা আন্তঃস্বরীয় দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে প্রথমটির (যেমন মুক্তা ভক্ত, মট্কা প্রভৃতি শব্দে) উচ্চারণও হলন্ত; কিন্তু শব্দ শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তাকে হলন্ত হ'তেই হবে।

(৩) কয়েকটি ইংরেজী যেমন ল্যাম্প্, ব্যাঙ্ক্, গ্র্যাণ্ড্ প্রভৃতি এবং ফারসী যেমন দোস্ত্, গোশ্ত্, গঞ্জ্ প্রভৃতি কৃতঋণ শব্দ ছাড়া বাংলা শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে পারেনা। বাংলা শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনিটি শুধু যে অসংযুক্ত তা নয়, পূর্বের নিয়মানুসারে হলন্তও বটে।

(৪) বাংলা শব্দের শেষে পাহাড়্, আষাঢ় (এরকম ক্ষেত্রে 'ঢ়' ধ্বনিগত দিক থেকে যদিও 'ড়' এ পরিণত হ'য়ে গেছে) প্রভৃতি শব্দে 'ড়' এবং 'ঢ়' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'ড' 'ঢ' ব্যবহৃত হয়না। 'সোডা' 'সডাক' প্রভৃতি বিদেশী কিংবা সমাসনিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দে ছাড়া অন্যত্র 'ড' এবং 'ঢ' শব্দের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়না সুতরাং 'ড' ও 'ঢ' ধ্বনি দুইটি শব্দের সূচনার এবং 'ড়' ও 'ঢ়' শব্দশেষের ইংগিত বহন করে।

(৫) 'ঙ্' দিয়ে বাংলা শব্দ আরম্ভ হয়না। 'সাঙাত' 'রঙীন' 'রাঙা' প্রভৃতি শব্দে ধ্বনিটি আন্তঃস্বরীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এর ব্যবহার দেশি শব্দের শেষে যেমন রঙ্, ঢঙ্, সঙ্ ইত্যাদি শব্দ। সুতরাং 'ঙ' এর হসন্তান্তিক রূপ শব্দশেষের লক্ষণ।

(৬) আহ্, উহ্, ওঃ প্রভৃতি অব্যয় গুলোতে শেষের ধ্বনিটির উচ্চারণ অঘোষ 'হ' বা বিসর্গের মতো। 'হ' এর বিসর্গের মতো এ অঘোষ উচ্চারণ এ ধরনের অব্যয়ে শব্দ শেষের নিদর্শন।

(৭) খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ধ, এবং ভ এ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো এবং তাড়নজাত মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঢ়' এর মহাপ্রাণতার সম্পূর্ণ লোপ কিংবা তৃতীয় চতুর্থাংশ লোপ পাওয়া শব্দ শেষ হওয়ার চিহ্ন, যেমন মাচ্ (ছ্), মাট্ (ঠ্), সাঁজ (ঝ্) আষাড়্ (ঢ়্), লাপ্ (ফ্) সাদ্ (ধ্) ইত্যাদি।

(৮) বিস্ময় কিংবা প্রশ্নবোধক বাক্যে ছাড়া অন্যান্য ধরনের বাক্যের মধ্যেকার প্রতিটি শব্দের শেষের সিলেবলে নিঃশ্বাস তার পূর্ববর্তী সিলেবলের তুলনায় নিম্নগামী হয়। বাংলায় এ ধরনের যে কোন একটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ধ্বনিতরঙ্গের (intonation) গতির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতিটি বাংলা শব্দের শেষের অক্ষরে নিঃশ্বাসের অপেক্ষাকৃত নিম্নগামিতা ধরা পড়বে। (তুলনীয়, 'এখন আসল কথায় আসা যাক্' এ বাক্যটি। এটি স্বাভাবিক ভাবে পড়তে গেলে দেখা যাবে শব্দ শেষের 'খন্', 'সল্', 'থায়্', 'সা' এবং 'যাক্' প্রভৃতি অক্ষরগুলোতে শ্বাস ক্রমেই নিম্নগামী হয়েছে।

(৯) বাক্য মধ্যবর্তী যে শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে গুরুত্ব কি প্রাধান্য লাভ করে ধ্বনি তরঙ্গের দিক থেকে দেখা যায় তার অক্ষরগুলোও পার্শ্ববর্তী শব্দের অক্ষরাদির তুলনায় গুরুত্বলাভ করেছে সবচেয়ে বেশী। 'তুমি কি বল্লে?' কিংবা 'তুমি কি বল্লে!' কিংবা 'তুমি কী বললে?' এ একটি বাক্যের এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতির বাক ভংগীর তুলনা করলে প্রথম দুইটিতে 'বল্লে'র শেষাক্ষর 'লে'র আপেক্ষিক প্রলম্বন এবং 'বল্ অক্ষরটির ওপর অপেক্ষিক চাপ এবং তৃতীয় বাকভংগীর 'কী' এর প্রলম্বিত উচ্চারণ এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবে।

(১০) বাক্যের ধারাস্রোতের মধ্যে যতি বা বিরাম (pause) শব্দের সীমানা নির্ধারক চিহ্ন। কোনভাবে বাধা না পেলে কিংবা কথা বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ না করলে বাংলা শব্দের মাঝখানে কোথাও যতি পড়েনা, কিন্তু যেখানেই যতি পড়ে সেখানেই শব্দের সীমানা নির্ধারিত হয়।

শব্দের গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে প্রতি ভাষায় বাক্যের ভেতরে শব্দকে আলগা করার কয়েকটি প্রক্রিয়া পাওয়া যায়। শব্দের সাধারণত দুটো রূপ রয়েছে। একটি তার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ (যেমন বাড়ী, ঘর, গিন্নী, বড়, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি) শব্দের মৌলিক রূপ হিসেবে যার পরিচয়। অভিধানে শব্দের এ মৌলিক রূপের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হই। আর অন্যটি তার মৌলিক রূপ থেকে উপসর্গ, বিভক্তি ও প্রত্যয়াদির সাহায্যে উদ্ভূতরূপ; যেমন, বাড়ীওয়ালা, ঘরামি, গিন্নীপনা, বড়াই, ছেলেমি, মেয়েলী ইত্যাদি। বাংলায় শব্দমূল থেকে শব্দকে নানাভাবে প্রস্তুত করার জন্যে যে বিভক্তি ও প্রত্যয়াদির সাক্ষাৎ আমরা পাই

শব্দের প্রকৃতিগত দিক থেকে শব্দের সীমানা নির্ণয়

সেগুলো শব্দের সঙ্গে না মিলে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। এ গুলোকে শব্দ কণিকা বা শব্দের 'bound form' বলা যেতে পারে। আর ভাষার যে অংশ এ ধরনের শব্দকণিকা ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে এমনকি এ ধরনের যে অংশবিশেষের সাহায্যে একটি ছোট বাক্য কি বাক্যাংশও (phrase) গড়ে ওঠা অসম্ভব নয় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তা-ই শব্দহিসেবে স্বীকৃতিলাভ করতে পারে।*

(১) বাক্যের ভেতরে একটি অংশের পরিবর্তে অন্য একটি অংশ ব্যবহার ক'রে তার সাহায্যে নতুন অর্থবোধক একটি শব্দ চিহ্নিত করা যেতে পারে ; যেমন 'আমি একটি ঘোড়া চাই' এ বাক্যটিতে 'ঘোড়া'কে অপসারিত ক'রে সেখানে হাতী, ভেড়া, উট, গরু, বই, কলম, ছেলে, মেয়ে প্রভৃতি অগণিত শব্দ ব্যবহার করা চলে। ঠিক তেমনি 'চাই' এর পরিবর্তে 'পাই', 'কিনি', 'নিই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের অবকাশও এখানে রয়েছে। একটি বাক্যে এ ধরনের অংশ বিশেষের পরিবর্তে বাক্যটির প্রথমে, মধ্যে কি অন্তে অন্য অংশ ব্যবহার ক'রে যদি তার একটি ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় তাহ'লে সেগুলোই উক্ত বাক্যে এক একটি শব্দ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

(২) বাংলা বাক্যের পদক্রম মোটামুটি নির্ধারিত। তাতে প্রথমে কর্তা তারপরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, যেমন আমি ভাত খাই, করিম একটি বই পড়ে ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদবাচক শব্দের পূর্বে তাদের গুণান্বিত করার জন্যে আরও কিছু শব্দের ব্যবহার বাংলাভাষায় দেখা যায়, যেমন, 'আমি লালচালের ভাত খাই', 'আমি লালচালের ভাত হাপুস্ হুপুস্ ক'রে খাই', 'গাপুস্ গুপুস্ ক'রে খাই' কি 'রহিমের ভাই করিম একটি বিজ্ঞানবিষয়ক বই পড়ে' ইত্যাদি। এ রকম ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের পদক্রম সাধারণতঃ ওলোটপালোট করা যায় না। কিন্তু কোন বাক্যে কোনখানে শব্দবিন্যাসের

* "Forms which occur as sentences are free forms. A free form which is not a phrase, is a word. A word, then is a free form which does not consist entirely of lesser free form ; in brief, a word is a minimum free form. For the purposes of ordinary life the word is the smallest unit of speech. Bloomfield, Language, p. 178, Allen & Unwin Ltd. 1950.

রদবদল স্বীকৃতি পেলে বাংলায় সেটি স্বতন্ত্র শব্দহিসেবেই পরিগণিত হবে। 'বই কেন পড়ি তার জবাব দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। পড়ার অভ্যাসটা আগে, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পরের ব্যাপার—না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না' এ বাক্য দুটিকেও 'কেন বই পড়ি, জবাব দেওয়া তার দুরূহ ব্যাপার। আগে পড়ার অভ্যাসটা, পরের ব্যাপার তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না' এ ভাবেও বলা যেতে পারে। এতে অর্থের গুরুত্বের তারতম্য কিছু ঘটতে পারে তা সত্য; কিন্তু বাক্যবিন্যাসে যে রদবদল এখানে করা গেছে তা এক একটি শব্দেরই সাহায্যে।

(৪) পদক্রমের সাহায্যেও বাক্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশকে শব্দ হিসেবে পৃথক করা চলে।

(৫) এ ছাড়া প্রত্যেকটি বাংলা শব্দেরই এক একটি ঐতিহ্য এবং ইতিহাস আছে। বাঙালীর সমাজমনে এক একটি শব্দ এক একটি চিত্র কিংবা অমূর্তভাবের প্রতীক হিসেবে কালে কালে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। শব্দকে কালির আঁচড়ে ধ'রে দিতে গেলে যেমন দুই শব্দের মাঝখানে একটু ফাঁক দিয়ে লিখতে হয় তেমনি ভাষা বাঙালীর মুখে কথা হ'য়ে ফুটে উঠলে এ ধরনের এক একটি ভাষা অংশ, তা বস্তুগত concrete রূপের প্রতীক হোক, কিংবা abstract কি নির্বস্তুক ভাবের প্রতীক হোক, বাঙালী মাত্রের মনে এক একটি ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি ক'রে তোলে। ভাষায় শব্দের এ ঐতিহ্যভিত্তিক (institutionalised) রূপ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বাক্যের মধ্যে তার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করে দেয়।

সংস্কৃতে 'সিলেবল' এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'অক্ষর'। অক্ষর অর্থ গুণতঃ, ধর্মতঃ, অবয়বতঃ ও স্বরূপত যার ক্ষয় (ক্ষরণ) নেই, যা স্বয়ং সম্পূর্ণ, যা আত্মনির্ভরশীল। আর স্বরধ্বনিই হচ্ছে অক্ষরের জীবন।

অক্ষরের বাহন (nucleus)

ব্যঞ্জনধ্বনি না স্বরধ্বনি?

এক কালে স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় না তাকে ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞাভুক্ত করা হতো; এ-কালে অবশ্য ব্যঞ্জনধ্বনির সে সংজ্ঞা টেকে না। সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হলেও স্বরধ্বনি ছাড়াই ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত, এমনকি পূর্ণভাবে রূপায়িতও হ'তে পারে। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন্' 'ম্' এবং 'ঙ্' এবং তরলধ্বনির অন্তর্ভুক্ত কম্পনজাত ধ্বনি 'র্' এবং পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল্' ধ্বনির গঠন পদ্ধতি এ উক্তির সমর্থন করে। তবু স্বরধ্বনির 'স্বয়ংশাসিত'

—২

ও স্বতঃবিকশিত রূপই অক্ষরের বাহন (nucleus) হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত না হ'য়ে যেখানে স্বরধ্বনিই এক একটি অক্ষর রূপে ব্যবহৃত হয় (যেমন এ, ও, কি 'উনি'র উ কিংবা 'ইতি' কি 'ইনি'র ই) সেখানে অক্ষর গঠনে স্বরধ্বনিই সর্বেসর্বা কিন্তু যেখানে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিলে স্বরধ্বনি অক্ষর গঠন করে (যেমন বাজে, কাজে প্রভৃতি শব্দে 'বা', 'কা' 'জে' প্রভৃতি) সেখানেও স্বরধ্বনিই অক্ষরের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। এ জন্যে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা এ ধরনের অক্ষর নির্মাণে ব্যঞ্জনধ্বনি-গুলোকে একটি মালার মুক্তার সঙ্গে আর স্বরধ্বনিগুলোকে সে মালার সূত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। *

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি, তরলধ্বনি 'র্' 'ল্' কিংবা উষ্মধ্বনিগুলো যেহেতু একালের ধ্বনি বিশ্লেষণানুসারে স্বরধ্বনি ছাড়া গঠিত, এমনকি উচ্চারিতও হ'তে পারে এবং যেহেতু তাদের ব্যঞ্জনা এবং অনুসরণ অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অনেক বেশী সেজন্যে কোন কোন ভাষায় দেখা যায় এ ধ্বনিগুলো অক্ষরের গতিনিয়ামক (nucleus) হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্ষর গঠনে ধ্বনির ব্যঞ্জনাগুণ (sonority) প্রধান হলেও তা-ই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গুণ নয়। উক্ত ধ্বনি ব্যঞ্জনার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ধ্বনির তুলনায় কোন একটি বিশেষ ধ্বনির বহন ক্ষমতা (carrying power), শ্রুতি দ্যোতকতা অন্য কথায় ধ্বনি-গুণের দিক দিয়ে তার গুরুত্ব (prominence)ই এমন ধ্বনিকে অক্ষরের প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। আর ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্বাসক্ষেপনের চাপ (breath force) এবং আপেক্ষিক ব্যঞ্জনার (sonority) ওপরেই ধ্বনির সে প্রাধান্য সংঘটিত হয়। এ জন্যে স্বরধ্বনি ছাড়াও কোন কোন ভাষায় 'ম্', 'ন্', 'ল্', 'স্' প্রভৃতি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে অক্ষর নির্মাণের নিয়ামক (nucleus) হ'তে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ জাপানী ভাষায় 'arimas' (is অথবা are অর্থে) শব্দে 's', ska (deer অর্থে) 's', kra (grass অর্থে) 'k' এবং ma (house অর্থে) 'm' কে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করতে দেখা যায়। ইংরেজী ভাষায় funnel (funl), tunnel (tunl), little (litl) প্রভৃতি শব্দে 'l', mutton (mutn), button (butn)

* Varma : The Phonetic observations of Indian Grammarians, 1929, P55. f.n. 4.

প্রভৃতি শব্দে n এবং বাংলায় 'তুমি একথা বলছো!' 'ম্!' এ ধরনের পরিবেশে 'ম্' কে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করতে দেখা যায়। তবু এ কথা সত্য যে প্রতিভাষার স্বাভাবিক কথাবার্তায় যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় এমনকি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি (continuant) গুলোর তুলনায়ও স্বরধ্বনিগুলোর শ্রুতি-স্থে তকতা, বহমান ক্ষমতা এবং তার অনুরণনগত ব্যঞ্জনা অনেক বেশী। সেজন্যে যে কোন ভাষাতেই নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনিগুলোই তার অক্ষরের গতি নিয়ামক হয়।*

বাংলাভাষা এ সত্যের ব্যতিক্রম নয়; বরং বাংলাতে ওপরে বর্ণিত দু একটি পরিবেশে 'ম্' ছাড় একমাত্র স্বরধ্বনিই অক্ষর গঠন করে; প্রলম্বিত অন্য ব্যঞ্জনগুলোকেও কোন ক্ষেত্রে অক্ষরগঠন করতে দেখা যায়না। বাংলাভাষায় অক্ষরগঠনের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় এমনকি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি (তরল, নাসিক্য ও উষ্মধ্বনি) গুলোর তুলনাতেও স্বরধ্বনি অধিকতর প্রাণব্যঞ্জক, অনুরণনশীল এবং প্রলম্বিত হবার যোগ্যতা রাখে। এখানেই বাংলা অক্ষর এবং বাংলাছন্দের মাত্রানির্ণয়ে বাংলা স্বরধ্বনির শক্তির প্রশ্ন ওঠে। syllable এর বাংলা প্রতিশব্দ অক্ষর আর mora বা মাত্রার অর্থ 'কালপরিমাণ'। স্বরধ্বনি বাংলা অক্ষর এবং মাত্রা উভয়েরই নিয়ামক। সেজন্যে কি অক্ষর কিংবা কি মাত্রা উভয়ের বেলাতেই স্বরধ্বনির একটা duration বা স্থিতি আছে। সে স্থিতি বা duration এর অন্য নামই কালপরিমাণ। সেদিক থেকে syllable এবং মাত্রা একই হ'য়ে দাঁড়ায়; অথচ পড়ার ওপর নির্ভর ক'রে একই সিলেবল কোথাও হ্রস্ব আবার কোথাও দীর্ঘ হ'তে পারে। তাতে অক্ষর একই থাকে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিটির উচ্চারণে সময়ের দিক থেকে হ্রস্ব দীর্ঘতার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অক্ষরের এ হ্রস্বতা কিংবা দৈর্ঘ্যটিই বাংলা ছন্দের তথা ধ্বনির মাপের ইউনিট—তার মাত্রা। একটি অক্ষরের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির উচ্চারণের গুরুলঘু বিচারে অন্য কথায় ওটার উচ্চারণের সময়ের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতা বিচারে শুধু তার প্রকৃতি বদলায়; আকৃতিগত দিক থেকে অক্ষরটি একটিই

Syllable : অক্ষর
Mora : মাত্রা

* cf. Meillet, "Langues Indo-europeenes", (3rd edition, p 106) "The vowel belongs entirely to the syllable of which it is the centre."

থাকে, দুটো হয়ে যায় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বাক্, শাপ্, বল্কল্, ঐ, ভৈরব শব্দে বাক্, শাপ্, 'বল্কল্', 'ওই্' এবং 'ভই্' প্রভৃতি বদ্ধাক্ষরগুলোতে সর্বত্র এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শব্দশেষের এ ধরনের বদ্ধাক্ষরগুলোতে যে সচরাচর দু মাত্রা ধরা হয় তার কারণ হলো এই। এ রকম ক্ষেত্রে 'বাক্', 'শাপ্', 'ওই' প্রভৃতি অক্ষরে তাদের অক্ষরের মাপবদলায়না, অর্থাৎ অক্ষর থাকে একটিই কিন্তু বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়তে গিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলম্বিত করা হয় দেখে তাদের মাত্রা সংখ্যা একের জায়গায় দুই-এ গিয়ে দাঁড়ায়।

বাংলা অক্ষরের প্রকৃতি দুই প্রকার; মুক্ত (open), যেমন আ, ও, এ, ও | টা, আ | টা ইত্যাদি এবং বদ্ধ (closed), যেমন আট্, কাঠ্, নাক্, বাক্, সন্ | ধান্ (সন্ধান), ওই্, কই্, সউ্ | রভ্ (সৌরভ্) ইত্যাদি। বাংলাশব্দ মুক্তাক্ষর (open syllable) এবং বদ্ধাক্ষর (closed syllable) নিয়ে সপ্তাক্ষরিক কি ততূর্ধ সংখ্যকও হ'তে পারে; যেমন (১) এ, ও, আর্, মৌ, ঐ, নাই্ গায়্, বাক্, মুখ ইত্যাদি।

(২) আ | টা, = ২, প্রী | তি = ২, জা | তি = ২, পা | ঠান্ = ২, দর্ | মা = ২ ইত্যাদি।

(৩) এ | খা | নে = ৩, বৈ | শিষ্ | ট (বৈশিষ্ট্য) = ৩, উ | পা | দান = ৩, প | রাক্ | ক্রম্ (পরাক্রম্) = ৩ ইত্যাদি।

৪। সং। যুক্ | ত | তা (সংযুক্ততা) = ৪, ঘর্ | ষণ্ | জা | ত (ঘর্ষণজাত) = ৪, ধ্ব | নি | গ | ত = ৪ ইত্যাদি।

৫। ধ্ব | নি | সং | শ্লিষ্ | ট = ৫, ধ্ব | নি। প্র | কৃ | তি = ৫, অ | ভি | ধান্ | লব্ | ভ্য (লভ্য) = ৫, ইত্যাদি।

(৬) অ | প | নির্ | বা (নির্বা) | চি | ত = ৬, ইত্যাদি

(৭) অ | ন | তি | প | রি | চি | ত = ৭ ইত্যাদি।

একমাত্র স্বরধ্বনিই যে বাংলা অক্ষর গঠন করে ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি তা পরিষ্কার হয়েছে। এবার বাংলা অক্ষরের ভাগ (syllabification) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বাংলার প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিলিপি তথা হরফের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি লুকিয়ে আছে। উক্ত স্বরধ্বনিটি হলো 'অ'।

বাংলায় যে কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (letter) কে শব্দের বাইরে উচ্চারণ করতে গেলেই তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'অ' আপনা থেকে উচ্চারিত হ'য়ে উক্ত হরফটিকে একটি পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা দেয়। বাংলার লেখন পদ্ধতি তথা হরফগুলোও এ উক্তির সমর্থন করে। ক, চ, ট, ত, প প্রভৃতি হরফগুলো উচ্চারণ করবার সময় প্রতিবারই আমরা প্রতিটি হরফের মধ্যে উক্ত হরফ যে ধ্বনিটির প্রতীক সে ধ্বনিটি এবং একটি অতিরিক্ত 'অ' (যেমন ক্+অ=ক, প্+অ=প ইত্যাদি) উচ্চারণ করে একটি পূর্ণ অক্ষর গঠন করি। বাংলা ধ্বনির বৈজ্ঞানিক প্রতিলিপিকরণ জনিত বাংলা হরফগুলো এ কারণেই বোধ হয় অক্ষরভিত্তিক (syllabic)। এগুলো এক একটি বর্ণ বা হরফই শুধু নয়, এক একটি অক্ষর তথা syllable ও। শব্দ বহির্ভূত একটি ব্যঞ্জনবর্ণ তার অন্তর্নিহিত এবং পরক্ষণে উচ্চারিত 'অ' স্বরধ্বনি সহ যেমন একটি অক্ষর গঠন করে, অন্য কথায় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি অক্ষর গঠনের জন্যে যেমন এ রকম ক্ষেত্রে তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকে অনুসরণ করে তেমনি একটি শব্দে ব্যবহৃত প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি অক্ষর গঠনের বেলায় পরবর্তী স্বরধ্বনিরই অনুগমন করে ; (যেমন ক্+অ=ক, তেমনি ক্+ই=কি, চ্+আ=চা, য্+আ=যা, ট্+উ=টু ইত্যাদি)।

শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর গঠন

বাংলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বনিটি অক্ষর গঠনে কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনা, কারণ স্বভাবতই তা তার পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হয় ; কিন্তু 'কাচা' কি 'কাদা' ধরনের শব্দের 'চ', 'দ' প্রভৃতি আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) ব্যঞ্জনধ্বনি অক্ষর গঠনে কোন্ স্বরধ্বনির সঙ্গে যাবে ? পূর্বের ? না পরের ? কাচ্+আ, না কা/চা কিংবা কাদ্+আ, না কা / দা ভাবে উচ্চারিত হবে ? অক্ষর বিভাগের বেলায় এ রকম প্রশ্ন ওঠা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রেও বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই বাংলা অক্ষরের গতি নির্ধারণ করেছে। লেখন পদ্ধতিতে এ কার (ে), ইকার (ি) ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে, 'ও' কার (ো) পূর্বে ও পরে এবং উকার (ু ূ) বর্ণের নীচে লিখিত হলেও ব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনিটি উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরেই উচ্চারিত হয় (যেমন কে (Ke), কি (Ki), শু (shu), রূ (ru), কো (Ko),

আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর গঠন

ইত্যাদি')। ব্যঞ্জনধ্বনির হলন্ত উচ্চারণ নয়, তা পূর্ণ উচ্চারণ পেয়ে মুক্ত হলে তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকেই অনুসরণ করে ; পূর্ববর্তীটিকে নয়। সেকারণে এরকম ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি যেমন তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকে অনুসরণ করে তেমনি আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটিকেও তার পরবর্তী স্বরধ্বনিটিরই অনুগমন করতে হয়। বাংলায় এ ধরণের যাবতীয় শব্দের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই তার প্রমাণ ; ফলে এ রকম ক্ষেত্রে অক্ষর ভাগ হয় কা | চা, কা | দা, না | না, কে | লি, কো | লা | হল্ ইত্যাদি ভাবে, কাচ্ | আ, কি কাদ্ | আ কি নান্ | আ, কি কেল্ | ই কি কোল্ | আ | হল্ ভাবে নয়।

শব্দশেষের ব্যঞ্জনও অর্ধস্বর ধ্বনির অক্ষর গঠন

বাংলা শব্দে শেষধ্বনিটি ব্যঞ্জনধ্বনি হলে তা স্বরবিহীন হলন্ত উচ্চারণ পায়, তুলনীয় বাক্, আট্, কাঠ্, ঘাট্, মাল্ প্রভৃতি শব্দ। এধরনের শব্দে অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ অসম্পূর্ণ (incomplete), কেননা এ রকম ক্ষেত্রে তাদের উচ্চারকেরা (articulators) ফুস্ফুস্-তাড়িত বাতাসের ধাক্কায় পৃথক হয়না, ফলে স্বরধ্বনি সহযোগে তারা সম্পূর্ণ মুক্তও হয়না। এ কারণে অক্ষর গঠনের বেলায় তারা তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিরই সহগমন করে। এ রকম ক্ষেত্রে 'কাঠ্,' 'ঘাট্' জাতীয় শব্দ নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একেবারে উচ্চারিত হয়েই এক একটি অক্ষর গঠন করে। বাংলায় যাই্, খাই্, ন্যায়্, গায়্, আয়্, যাও্, দাও্, দাউ্দাউ্, ওই্, দই্ প্রভৃতি দ্বৈতস্বর বিশিষ্ট শব্দশেষের হসন্তাত্মিক অর্ধস্বর ধ্বনিগুলোর উচ্চারণও শব্দ শেষের হলন্ত ব্যঞ্জনজাতীয় বলে তারাও তাদের পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে অক্ষর গঠন করে।

শব্দের প্রাথমিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর ভাগ

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি অধ্যায়ে বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি শব্দের শুরুতে স্ক—, স্খ—, ষ্ট—, স্ত—, স্থ—, স্ন—, স্প—, স্ফ—, স্পৃ— এবং স্র—[উষ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট এ ক'টি ধ্বনি এবং তরল ধ্বনি (র,ল) সংশ্লিষ্ট ক্র—, খ্র (খ্র)— গ্র (গৃ)—, ঘ্র (ঘৃ)—, জ্র—, ট্র—, ড্র—, ত্র (তৃ)—, দ্র (দৃ)—, ধ্র—, ন্র—, প্র (পৃ)—, ফ্র (ফ্র)—, ব্র (বৃ)—, ভ্র (ভৃ)—, ম্র (মৃ)—, শ্র (শৃ)—, ক্ল—, গ্ল—, প্ল—, ফ্ল—, ব্ল—, ম্ল—ই এক-প্রয়াসজাত উচ্চারণ-জনিত যথার্থ

সংযুক্ততা রক্ষা করে। তার ফলে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে তারাও পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয়। সেকারণে বাংলা শব্দে নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসজাত এবং একাত্মতাপ্রাপ্ত এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোও তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে একত্রে অক্ষর গঠন করে। প্লা | বন্, ঘ্রাণ, স্পৃ | হা, স্কুল্, স্বা | পনা, গ্রা | নি প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ প্রকৃতিই অক্ষর ভাগের এ নির্দেশ সমর্থন করে।

শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত দুই ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর ভাগ

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে বাংলায় সব রকমের ব্যঞ্জন-ধ্বনি অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানজাত স্পর্শধ্বনি (যেমন ভক্ত (ভক্‌ত), মুগ্‌ধ, তৃপ্ত ইত্যাদি), স্পর্শধ্বনি ও নাসিক্যধ্বনি (যেমন চিক্‌না, ভগ্ন, বাগ্মী ইত্যাদি) স্পর্শধ্বনি ও পার্শ্বিক ধ্বনি (যেমন বাক্‌লা, পাত্‌লা ইত্যাদি), স্পর্শধ্বনি ও প্রকম্পনজাত ধ্বনি (যেমন বক্‌রী, দাদ্‌রা ইত্যাদি), স্পর্শ ধ্বনি ও তাড়নজাত ধ্বনি (যেমন বিগ্‌ড়ানো, চুব্‌ড়ি ইত্যাদি), স্পর্শ ধ্বনি ও ঘর্ষণজাত ধ্বনি (যেমন পাক্‌সাট, খাক্‌সার লাগ্‌সই ইত্যাদি), ঘর্ষণজাত ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন মুশ্‌কিল, আস্‌কারা, নিশ্চয় ইত্যাদি), তাড়নজাত ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন আড়কাঠি, খড়্‌গ ইত্যাদি) তরল ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন বোরকা, বল্‌গা ইত্যাদি), নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন খানখান, ঝংকার, বোন্‌পো, রম্‌জান, রাম্‌দা, রঙ্‌দার ইত্যাদি), এবং নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (যেমন সিংহ, সংহার ইত্যাদি) প্রভৃতি যাবতীয় ধ্বনি অবস্থান করতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে দু'টি ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণ শব্দশেষের হলন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মতো, অমুক্ত অভিনিধান প্রাপ্ত।* কিন্তু দ্বিতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনিটি তার পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ফলে অক্ষর বিভাগের বেলায় প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বনিটি প্রথম অক্ষরের সঙ্গে যায় আর দ্বিতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনিটি পরবর্তী অক্ষর গঠন করে। সেজন্যে এদের ভাগ হয় এভাবেঃ বাক্ | লা, ভক্ত (ভক্ | ত), মুক্তা (মুক্ | তা) খড়্ | গ, ঝং | কার, রঙ্ | দার, বোন্ | পো, আস্ | কারা, সং | হার ইত্যাদি।

---

* দ্রষ্টব্য বাংলার সংযুক্তধ্বনিঃ সাহিত্য পত্রিকাঃ বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫।

বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখা গেছে যে উষ্মধ্বনি এবং পার্শ্বিক ও কম্পনজাত ধ্বনি কয়টিই বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠনের উপাদান। এদের মধ্যে আবার উষ্মধ্বনি সঞ্জাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো কেবলমাত্র শব্দের শুরুতেই তাদের সংযুক্ততা রক্ষা করে। শব্দের মাঝখানে তারা ধ্বনির পারম্পর্যগত উচ্চারণ পায়, সংযুক্ত ধ্বনির একাত্মতা (compactness) রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু 'র' ও 'ল' ফলাজাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো শব্দের শুরুতে ও মাঝখানে শুধু যে সমানভাবেই তাদের সংযুক্ত ধ্বনিসঞ্জাত একাত্মতা রক্ষা করে তা নয়, শব্দের মাঝখানে তাদের প্রথম উপাদানটির উচ্চারণে উচ্চারকদ্বয় (articulators) যেখানে পরস্পর সংলগ্ন হয় সেখানে তারা পৃথক না হয়ে সময়ের দিক থেকে দ্বিগুণ সময় ক্ষেপন করে দেখে উক্ত ধ্বনি সংগঠনজনিত উচ্চারকদের সংলগ্নতার পর্যায়টি প্রথম অক্ষর এবং তাদের পৃথকীকরণজনিত মুক্তির ভাগটুকু পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে দ্বিতীয় অক্ষরে বিভক্ত হয়ে যায়। তুলনীয় আক্রান্ত, পুত্র, অম্লান, বিস্মৃতি এবং বিশ্লিষ্ট প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ। এখানকার প্রতিটি শব্দের উচ্চারণেই দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম উপাদান 'ক্', 'ত্', 'ম্', 'স্' সময়ের দিক থেকে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একারণেই বোধ হয় 'পুত্র' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত মতে আগের দিনে 'পুত্ত্র' রূপে লেখা হতো। উচ্চারণই অক্ষর ভাগের একমাত্র নিয়ামক। উচ্চারণের ভিত্তিতেই সেজন্যে এভাবে এদের অক্ষর ভাগ হয়ঃ— আক্রান্ত (আক্ | ক্রান্ত), পুত্র (পুত্ | ত্র), অম্লান অম্ | ম্লান, বিস্মৃতি (বিস্ | স্মৃতি), বিশ্লিষ্ট (বিশ্ | শ্লিষ্ট) ইত্যাদি।

শব্দের মাঝখানে অবস্থিত সংযুক্ত ও দ্বিত্ব প্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর ভাগ

'ব' ফলা ও 'ল' ফলা সম্বলিত শব্দ মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম উপাদানটি উচ্চারণের দিক থেকে যেমন দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয় এবং সেজন্যই অক্ষর ভাগের সময়ে তাদের সাংগঠনিক বদ্ধ অংশটুকু পরের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলেমিশে যেমন পরবর্তী অক্ষরে সন্নিহিত হয়—ঠিক তেমনি শব্দ মধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোও (-ক্ক-, -গ্গ-, -জ্জ-, -ড্ড-, -দ্দ-, -ব্ব-, -ক্খ-, -চ্ছ-, -গ্ঘ-, -জ্ঝ-, -দ্ধ-, -ব্ভ-, -ড্ঢ-, -শ্শ-, -ল্ল-, -ল্ল্হ-, -র্র-, -র্র্হ-, -ন্ন-, -ন্ন্হ-, -ম্ম-, -ম্ম্হ-) এভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাদের

প্রথম অংশ প্রথম অক্ষর এবং দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। তুলনীয় :— পক্ব (পক্ | কো), সখ্য (সক্ | খো), ভাগ্য (ভাগ্ | গো), রাজ্য (রাজ্ | জো), আড্ডা (আড্ | ডা), পদ্ম (পোদ্ | দো), সব্বাই (সব্ | বাই), উত্থান (উত্ | থান), গব্ভ (গব্ | ভো), বিশ্বাস (বিশ্ | শাস), আল্লা (আল্ | লা), আহ্লাদ (আল্ | লহাদ), ছররা (ছর্ | রা), বর্হ (বর্ | র্হ), কন্যা (কোন্ | না), সম্মান (সম্ | মান), ব্রহ্মা (ব্রম্ | মহা) ইত্যাদি।

ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে বাংলা শব্দ একাক্ষরিক কিংবা একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট যেমনি হোক না কেন অক্ষরগুলোর গঠনপ্রকৃতি এ ক'টি রূপ ধারণ করে :—

[v = স্বরধ্বনি c = ব্যঞ্জনধ্বনি ; *j* = ই, y = য়, w = ব্ (ও) এবং উ অর্ধস্বরধ্বনির প্রতীক]

(১) v, যেমন এ, ও, উ, ই | তি, উ | নি প্রভৃতি শব্দে ই, উ প্রভৃতি। বাংলায় v স্বতন্ত্র অক্ষর এবং শব্দ দু-ই গঠন করে। v কাঠামোবিশিষ্ট অক্ষর ব্যাপক ভাবে শব্দ গঠন না করলেও ই, এ, ও, প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(২) vc, যেমন আজ্, আম্, এ্যাক্, এর্, ওর্, ইস্, আর্, ওত্, উট্, আঁজ্ | লা, ওড়্ | না ইত্যাদি। এ উদাহরণগুলো থেকে দেখা যাবে vc কাঠামোর অক্ষর শুধু শব্দাংশই গঠন করে না, যথেষ্ট পূর্ণ শব্দও গঠন করে।

(৩) cv, যেমন পা, দা, তা, না, মা, যা, চা, বা, বা | বা, রা | জি, রী | তি ইত্যাদি।

cv কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণশব্দ গঠন করে।

(৪) cvc, যেমন কাজ্, কাম্, নাক্, চোখ্, রাত্, হাত্, মাছ্, ভক্ | তো (ভক্ত), পন্ | থা (পন্থা), পুন্ | নো (পুণ্য), কীর্ | তি (কীর্ত্তি), কাঁ | ঠাল্, পা | ঠান ইত্যাদি।

cvc কাঠামোর অক্ষরই বাংলায় ব্যাপকভাবে পূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৫) ccv যেমন ক্ল | মি, কৃ | ষি, গ্রা | নি, প্রী | তি, দৃ | ঢ়, প্র | মান্, ইত্যাদি।

ccv কাঠামোর অক্ষরটি বাংলায় পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা।

(৬) ccvc যেমন, প্রাণ, ঘ্রাণ, ত্রাণ, ম্লান, ক্লাশ্, ক্লান্ | ত, (ক্লান্ত), ভ্রান্ | তি (ভ্রান্তি) ইত্যাদি। এ কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৭) *vj* যেমন এই্, ওই্, আই্, উই্ ইত্যাদি। অক্ষরের এ কাঠামোটি পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৮) cv*j* যেমন দিই্, নেই্, নিই্, শিউ্লি, পিউ্লি, ভৈরব, সই্, দই্, কই্ ইত্যাদি। অক্ষরের এ কাঠামোটিও পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৯) vy যেমন, আয়্ | এটি পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১০) cvy যেমন, ন্যায়্, অন্ | ন্যায় (অন্যায়্) ছায়্, গায়্, যায়্, সায়্, ভয়্, হয়্, রয়্, জয়্, ধোয়্, শোয়্ ইত্যাদি।

cvy কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১১) ccvy যেমন, প্রায়্; পূর্ণশব্দ গঠন করে।

১২। vw যেমন আউ্লানো (au | lano), ঔরস্ (ou | rɔsh), ঔষধ্ (ou | shɔdh), ইত্যাদি; স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করে না।

১৩। vwc যেমন ঔৎসুক্য(out | shukko); স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা।

১৪। cvw যেমন দাও্ (dao), নাও্, খাও্, গাও্, যাও্, থোও্ (thoo), নও্, হও্ (hɔo), দাউ্ দাউ্ (dau dau), ঘেউ্ ঘেউ্ (gheu gheu)ইত্যাদি; স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

১৫। * wv যেমন ওয়া | রিশ (wa | rish), ওয়া | সিল (wa | sil), ওয়া | রেন্ট (wa | rent), ওয়া | লা, খা | ওয়া (kha | wa), দা | ওয়া, পা | ওয়া, মো | য়া (mo | wa), প্রি | য়ো (pri | wo), দি | ও, নি | য়ো, প্র | য়ো | জন (pro | wo | ʲon), নি | য়ো | জন, ইত্যাদি।

১৬। * yv যেমন গে | য়ে (ge | ye), মে | য়ে (me | ye), নি | য়ে (ni | ye), দি | য়ে, হো | য়ে ইত্যাদি। yv কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে না। এবং শুরুতেও ব্যবহৃত হয় না।

[* wv কাঠামোর অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে যেমন পূর্ণ শব্দ গঠন করে না তেমনি শব্দের শুরুতে কেবল বিদেশী অর্থাৎ আরবী ফারসী ও ইংরেজী শব্দেই পাওয়া যায়। খাওয়া, দাওয়া, কুয়ো, দিও, নিও এবং প্রয়োজন, নিয়োজন প্রভৃতি শব্দের শেষে কি মাঝখানে 'wv' কাঠামোর অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত না হ'য়ে পূর্ব স্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বাভাবিক। wv এবং yv কাঠামোর অক্ষর বাংলায় তাদের পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলে দ্রুত উচ্চারণেও অনিয়মিত দ্বৈতস্বর সৃষ্টি না করলে কেবল শব্দের শেষেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দ্বৈতস্বর সৃষ্টি করলে আর স্বতন্ত্র অক্ষর থাকে না, পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে পূর্ববর্তী অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয়; সেজন্যে শব্দের মাঝখানে ও শেষে wv এবং yv কাঠামোর স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন না করাই বাংলার ধ্বনি প্রকৃতির স্বভাবিক বৈশিষ্ট্য।]

১৭। wvw খা | ওয়াও (kha | wao), পা | ওয়াও (pa | wao), নে | ওয়াও (ne | wao), ইত্যাদি; এ কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে না এবং শব্দের শুরুতে আসে না।

১৮। wvy যেমন নে | ওয়ায় (ne | way), দে | ওয়ায় (de | way), ইত্যাদি; পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা এবং শব্দের শুরুতে আসেনা।

১৯। yvc যেমন প্র | য়োগ (pro | yog), নি | য়োগ (ni | yog) ইত্যাদি; পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা এবং শব্দের শুরুতেও আসেনা।

পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির মিলনের ফলে দ্বৈত (diphthong) স্বরধ্বনির সৃষ্টি হলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির ব্যবহার (function) হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো হয়। এ কারণে vj (যেমন এই্, ওই্, উই্ ইত্যাদি), vy (যেমন আয়্) এবং vw (যেমন আও্, আউ্) অক্ষরভাগের প্রকৃতিগত দিক থেকে vc (যেমন আজ্, আর্, আম্, ইস্, এ্যাক্ প্রভৃতি) কাঠামোর সগোত্র; তেমনি cvj (যেমন দিই্, নিই ইত্যাদি), cvy (যেমন যায়্, চ্ছায়, গায়্ ইত্যাদি),

cvw (যেমন দাও্, যাও্, গাও্, দাউ্দাউ্ ইত্যাদি) এবং ccvy (যেমন প্রায়) যথাক্রমে cvc এবং ccvc কাঠামোর গোত্রভুক্ত। শুধু wv এবং yv কাঠামোর অক্ষর ভাগ বাংলায় কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এ বৈচিত্র্যের কারণ বাংলায় w (ব্) ও, (উ) এবং y (য়) জাতীয় অর্ধস্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ; তারা তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে এমনকি দ্রুত উচ্চারণেও দ্বৈতস্বর সৃষ্টি না করলে শব্দ শেষে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন ক'রে থাকে।

ওপরের অক্ষর কাঠামোগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় v, vc, cv, cvc, cvy এবং cvw কাঠামোর অক্ষরই বহুল প্রচলিত। এদের তুলনায় অবশিষ্ট কাঠামোর অক্ষরগুলোর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

কয়েকটি ইংরেজী যেমন ব্যাঙ্ক্, ল্যাম্প, গ্র্যাণ্ড্ এবং ফারসী যেমন গঞ্জ্, দোস্ত্, গোস্ত্ প্রভৃতি কৃতঋণ শব্দ ছাড়া বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনি প্রকৃতিতে শব্দ শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাক্তে পারে না দেখে বাংলায় cvcc কি ccvcc জাতীয় অক্ষর কাঠামো দেখা যায় না।